প্রাণের কথা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি

ওঁ তৎসৎ।

হিতৈষণা গ্রন্থাবলী—১২

প্রাণের কথা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

পরিব্যক্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ২০০৩৭
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কলিকাতা
৬।১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে
শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

কলিকাতা.

১৪৭নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

দি ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট হইতে

শ্রীপ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

আত্ম-পরিচয় পত্র।

৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ সম্পাদক, অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ, আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, রাজা হরিশ্চন্দ্র, অভিব্যক্তিবাদ, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি, আলাপ, আঁখিজল, শ্রীভগবৎকথা, ওঁ পিতা নোঽসি প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা কলিকাতা যোড়াসাঁকোনিবাসী শাণ্ডিল্যগোত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ কর্ত্তৃক বিরচিত 'প্রাণের কথা' গ্রন্থ ১৮৩৭ শকে ৫০১৫ কলিগতাব্দে ৮৬ ব্রাহ্মসম্বতে ১৩২২ সালে সিংহ রাশিস্থ ভাস্করে ভাদ্র মাসে পঞ্চদশ দিবসে বুধবারে কৃষ্ণপক্ষে শুভ অষ্টমী তিথিতে প্রকাশিত হইল।

ওঁ

কলিকাতা
সংখ্যা ৩৪১৮
কলিকাতা

ওঁ

ভূমিকা।

ভগবানের সঙ্গে প্রাণের কথোপকথন প্রকাশ করলুম কেন? এই কথার উত্তর একটী মাত্র, যার উপর আর কথা চলে না—ভগবান প্রকাশ করালেন, আমি নিমিত্তমাত্র হয়ে প্রকাশ করলুম। তবে এরূপ কার্য্যের দৃষ্টান্ত যদি কেহ দেখতে চান, তিনি বেদ উপনিষৎ থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমানে সাধুদিগের উপদেশে তাহা দেখতে পাবেন।

আর একটী কথা বলে এই ভূমিকা শেষ করব। এই গ্রন্থ পড়ে কেহ যেন ভুল ধারণা মনে পুষে না রাখেন যে গ্রন্থকার ভগবানকে পেয়েছেন, জীবন্মুক্ত হয়েছেন। গ্রন্থকার এইটুকু বলতে সাহস করেন যে কি উপায় অবলম্বন করলে ভগবানকে পেতে পারা যায় তার ইঙ্গিতমাত্র ভগবান তাঁকে দিয়েছেন। সে ইঙ্গিতটুকু এই যে ভগবানকে আপনার সর্ব্বস্ব দিয়ে ডাকতে হবে। ষোল আনা সংস্কার করব, আর মধ্যে মধ্যে হাইতোলার সঙ্গে এক আধবার

তাঁকে ডাকব—সে রকম করলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। সংসারে আমি ভাল লোক হতে পারি, সুখে থাকতে পারি, ধার্ম্মিক বলে লোকে আমায় পূজা করতে পারে; এ সকলই হতে পারে, কিন্তু এতে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। তাঁকে পেতে গেলে তাঁর প্রেমে পাগল হতে হবে, অনন্ত জীবন তাঁর জন্য পণ করতে হবে—তাঁকে পাবার জন্য সত্যি সত্যি উন্মাদ হতে হবে—তবে তাঁকে পাবে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এই ইঙ্গিতটুকু পেয়েছি—যাঁর ইচ্ছা হয় গ্রহণ করবেন, যাঁর ইচ্ছা হয় পাগলের উক্তি বলে অগ্রাহ্য করবেন। আমি কিন্তু এই সত্য জানি যে ঈশ্বর যাঁকে এই ইঙ্গিত গ্রহণ করাবেন, তিনি ইহা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। ঈশ্বর যাঁকে ইহা গ্রহণ করাবেন না, আমার কাছেও তাঁকে ইহা গ্রহণ করাবার প্রয়োজন নেই। কিমধিকমিতি—

১৫ই ভাদ্র ১৩২২ সাল
খৃঃ অঃ ১৯১৫
যোড়াসাঁকো,
কলিকাতা।

দাসানুদাস
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুক্রমণিকা।

	বিষয়	পৃষ্ঠা।
(ক)	আখ্যাপত্র	/০
(খ)	গ্রন্থকারের আত্মপরিচয়	৵০
(গ)	উৎসর্গ	।/০
(ঘ)	ভূমিকা	।৵০
(ঙ)	অনুক্রমণিকা	॥/০
১।	বিরহ	১
২।	সংসার	৯
৩।	ঈর্ষ্যা	১৭
৪।	আত্মবিরাগ	২৫
৫।	যোগ	৩১
৬।	আকাশবাণী	৪০
৭।	উল্লাস	৪১
৮।	প্রতিধ্বনি	৪৫
৯।	বিষাদ	৪৮
১০।	প্রার্থনা	৫৫
১১।	করুণা	৬০
১২।	ব্যাকুলতা	৬৫
১৩।	উন্মাদ	৭১
১৪।	আবির্ভাব	৭৫
১৫।	শেষকথা (ভগবদ্ভক্তি)	৭৯

১৪১৮

প্রাণের কথা।

১। বিরহ।

হে প্রাণেশ, হে হৃদয়বল্লভ, তোমার বিরহ আর আমার সহ্য হয় না। কত সুদীর্ঘ দিবস তোমারই আশায় আশায় বসে আছি—কৈ, তুমি তো এলে না? তোমারই আশা-পথ চেয়ে চেয়ে কত দীর্ঘ—দীর্ঘ নিশি ঘরের দুয়োরে বসে কাটিয়েছি, সারারাত জেগে কাটিয়েছি—চোখের পলকটী ফেলতে সাহস করি নি—কৈ, তুমি তো আজও এলে না? তোমার বিরহের ব্যথায় আমার প্রাণ যে গেল। প্রাণ যায়—

যাক্, তুমি যদি একটীবার প্রাণেতে এসো। তুমি আসবে ভেবে প্রাণকে নৃত্যগীত প্রভৃতি আমোদ আহ্লাদের কত ফুল দিয়ে পাতা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলুম। ঐ দেখ, সেই সব আমোদ আহ্লাদের ফুলপাতা—সকলই একে একে ঝরে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে। আমি কি জানতুম নাথ যে, তুমি ওরকম ফুল ভালবাস না? প্রাণেশ্বর, আমি তো জানতুম না যে তুমি মানসসরোবরের নির্জনতীরস্থ পদ্মপুষ্প সব চেয়ে বেশী ভালবাস। তুমি মাঝে মাঝে আমাকে সে কথা বলেছিলে বটে—কিন্তু তুমি এত ধীরে, এত চুপিচুপি সে কথা বলতে যে সকল সময়ে আমি তোমার কথা ভাল করে শুনতেই পাই নি। যে কারণেই হোক, তোমার কথা না শোনবার ফল তো যথেষ্টই পেয়েছি—প্রাণ ছিঁড়ে গেছে; শরীরের এমন

যে সুন্দর অট্টালিকা ছিল, তা-ও ভূমিসাৎ হবার উপক্রম হয়েছে—তবু তুমি আসছ না কেন? প্রভু দেখে যাও—আমার চারিদিক শ্মশান করে রেখেছি, পাছে কেহ এসে নির্জনতার পদ্মপুষ্পগুলি উপড়িয়ে ফেলে বা পায়ে করে দলে দেয়। দেখে যাও আমার চোখের জল দিয়ে সেই পদ্মফুলগুলিকে কি রকম জীবিত রেখেছি। তুমি যে ফুল বড় ভালবাস, সেই নির্জনতার পদ্মফুল দিয়েই আজ ফুলশয্যা তৈরি করে রেখেছি, তবু তুমি আসছ না কেন? আমাকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েও কি তুমি সন্তুষ্ট হলে না? আমাকে বিনাশ করে তুমি সুখী হতে চাও? তাই কর—আমাকে বিনাশই কর—কিন্তু তুমি একটীবার প্রাণের ভিতর এসে বোসো, তারপর আমাকে বিনাশ কোরো, আমি সুখের সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব।

হে প্রাণনাথ, হে স্বামী, একবারটী দেখে যাও, শুধু একটীবার এসে দেখে যাও, তোমাকে চাই বলে আমার কি অবস্থা হয়েছে। সমস্ত সংসার এক হয়ে তোমার কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে দুর্গন্ধমাখা পিশাচপ্রকৃতি বিষয়ের সঙ্গে আমার মিলন ঘটাতে চায়। এক একটা বাসনা এসে প্রথমে কতই লোভ দেখায়। তার পর যখন লোভ দেখিয়ে কোনই ফল হোল না দেখে, তখন আবার কত রকমের ভয় দেখাতে থাকে। এই সকলের মধ্যে পড়ে আমার সুখশান্তি—সকলই তো হারিয়েছি। এখন কেবল চোখের জলই আমার জীবনের সম্বল হয়েছে।

কেবল তাই নয়। তুমি কাছে নেই বলে দুর্দান্ত নির্ম্মম বিষয় আর তার দুর্দান্ত অনুচরগণ ও তার সেবাদাসী বাসনাসকল আমাকে নিয়ে

কত-না মজা পেয়েছে। ঐ দেখ, তোমাকে আমি ডাকছি বলে তারা সকলে খিলখিল করে হাসছে। প্রভু, আমার এই অবস্থা দেখে তোমার কি একটুও দুঃখ হচ্ছে না? আমি শত দোষ করলেও তুমিই তো আমার স্বামী। আমার হৃদয় থেকে তোমার নাম উপড়ে ফেলবার জন্য সমস্ত সংসার যা করছে, সে বিষয়ে তোমাকে আমি আর কি বলব? তুমি নিজেই তো তা দেখতে পাচ্ছ। আমার যন্ত্রণা দেখে, দেখ, বাতাস নিস্তব্ধ হয়েছে, গাছপালা সব নিঝুম হয়ে গেছে; আমার কষ্ট দেখতে না পেরে অনেক আগেই দিনের আলো মাঠের নীচে লুকিয়ে গিয়েছে। নাথ, তুমি কবে থেকে এরকম নিষ্ঠুর হলে যে আমার এত কষ্ট দেখেও দেখা দিতে চাও না? আমি কি সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে

উঠি? সংসার যে হৃদয়ের একটী একটী করে শিরগুলি কুরে কুরে ছিঁড়ে দিচ্ছে—সর্ব্বাঙ্গ যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। উঃ কি যন্ত্রণা! ওরা চায় যে হৃদয় থেকে তোমার নাম মুছে ফেলি, আর ওদের জয়জয়কার হোক। হৃদয়ের প্রত্যেক শির ওরা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলুক, তবু তোমার নাম জপ করতে ছাড়ব না। তোমার নামের গুণেই যে বেঁচে আছি। কি রকম যত্ন করে যে তোমার নামখানি হৃদয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছি, তা তো তুমি একটীবার এসে দেখলে না? আমার দয়াল প্রাণেশ্বর তুমি, আমি জানি, তুমি আমার অজানিতভাবে হঠাৎ এসে আমার এই ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের রক্তস্রোত ধুয়ে দেবে, আর আমার ফুলশয্যা সার্থক করবে।

হে প্রাণের দেবতা, তুমিএসো, একটীবার এসো। আজকার এই চাঁদিনী রাতের ফুলশয্যা বৃথা যেতে দিও না। তোমার জন্য এমন সুন্দর শয্যা, আমি নিশ্চয় বলছি, আর কেউ রচনা করতে পারবে না। ছেলে:বেলায় যখন তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করতুম, তখন তো কতবার তুমি এসে আমাকে দেখা দিতে, বরঞ্চ আমিই তোমাকে ধরা দিতুম না। আর আজ—আমার পূর্ণ যৌবন নিয়ে আমি নিজে তোমাকে সম্পূর্ণ ধরা দিচ্ছি, দিনরাত তোমার কাছে থাকতে চাচ্ছি, তবে তুমি কেন লুকিয়ে আছ? সংসারের সকলই তো আমি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু তার একরত্তি কি-একটা টুকরো ঠিক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাকে দেখতে দিচ্ছে না। সেই একটুখানি সরাতে

গিয়েই তো এত রক্তারক্তি। আমার যতদূর সাধ্য ছিল, তা তো করেছি—আর তো পারছি নে। এখন—তুমিই আমার দেবতা, তাই তোমাকে ডাকছি—তুমি ঐটুকু আবরণ চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দাও—তোমাকে দেখতে দাও। প্রভু, আমাকে বাঁচাও, শান্তি দাও—আর তো পারি নে।

ওঁ

২। সংসার।

নাথ, তুমি আমার প্রাণে এসো আর না-ই এসো, তোমার চরণে অত্মসমর্পণ করেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। তোমার চরণে মনের ব্যথা জানিয়েই আমার প্রাণ হালকা হয়ে গেছে। আমি আর সংসারের দিকে যেতে চাই নে। লোকে আমার সংসার আমার সংসার করে পাগল হয়। সংসার ছেড়ে দিয়ে আমি তো বেঁচে গেছি। সেখানে তো দেখি কেবলি মিথ্যা গণ্ডগোল, মিথ্যা চীৎকার ও মিথ্যা কোলাহল। মাগো---আমি কি সেই গোলমালের মধ্যে এক মুহুর্ত্তও বাঁচতে পারি? প্রভু, সেই গোলমাল চীৎকার ছেড়ে আমি যে

এই ছোট্ট কুড়ে ঘরের দুয়োরে বসে দিনরাত তোমারই নাম জপ করছি, এতেই আমার সব চেয়ে আরাম। সংসারে তো দেখি প্রত্যেকেই যতদূর সম্ভব উচু স্বরে আপনারই কথা বলতে থাকে—কৈ, তোমার নাম তো সেখানে কেহই করতে চায় না। বরঞ্চ সময়ে সময়ে সেখানকার কৃতঘ্ন লোকেরা তোমার নামে কত গালি দেয়। সেখানে আমি কেমন করে ফিরে যাব ? তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার প্রভু—আমি তোমার চরণের দাস। তোমার নামে যেখানে লোকে গালি দেয়, সেখানে আমি কেমন করে এক মুহুর্ত্তের জন্যও থাকতে পারি ? স্বামীনিন্দা শুনেই তো সতী দেহ ত্যাগ করেছিলেন, আর যে সংসারে দিনরাত তোমার নিন্দা হয়, সেইখানে আমি বাস করব ? তোমার নিন্দা শুনে যে আমি বেঁচে

আছি এইটুকুই যথেষ্ট—আমাকে আর সংসারে ফিরিয়ে পাঠিয়ো না।

নাথ, আমি তো বুঝতে পারছিনে যে তুমিই আমাকে সংসারে ফিরে যেতে বলছ অথবা সংসার আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে ডাকছে? হায়রে—কিসেরই বা প্রলোভন! সেখানে যেমন ভয়ানক কলরব, তেমনি ভয়ানক প্রতারণা। লোকেরা গোলমাল করছে, আবার তারই মধ্যে এক মুহূর্ত্তেরও জন্য সুবিধা পেলেই পরস্পরকে ঠকাতে ছাড়ে না। সেখানে লোকে ঠকানো কাজটাকে একটা বাহাদুরী বলে মনে করে। সেখানকার । শুকারখানা দেখে কষ্টও হয়, আবার হাসিও পায়। সংসারে যে ঠকায়, সে তো ঠকাবার সুখটুকু পায়-ই; সে নিজেকে বড় বুদ্ধিমান বলে মনে করেই। আবার অপর পাঁচজনেও তাকে এক-

দিকে বুদ্ধিমান বলে বলে ফাঁপিয়ে তোলে, অপর দিকে সুবিধা পেলেই তাকে মরবার দিকেও নিয়ে যেতে ছাড়ে না। সব চেয়ে মজা এই যে, যে ঠকে, সে ঠকেও সুখ পায়। সে-ও, তাকে যে ঠকিয়েছে, তার বুদ্ধিকে ধন্য ধন্য করে। এ রকম স্থানে কি যেতে আছে? সেখানে পায়ে পায়ে প্রতারণা। আমি দীন দুঃখী, আমি সেখানে গিয়ে কি নিয়ে থাকব? তুমিই এই কাঙ্গালের একমাত্র ধন—ভয় হয়, পাছে গোলমালের মধ্যে সেই ধনটুকু হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ি। ভয় হয় তোমার যে নামটুকু সম্বল করে জীবন ধরে আছি, পাছে কেহ আমাকে ঠকিয়ে তোমার সেই মিষ্টি নামটা চুপি চুপি চুরি করে তার স্থানে আর কারো নাম বসিয়ে দেয়। উঃ! সে কথা যে ভাবলেও প্রাণ ফেটে যায়। না—

না—আমি সে সংসারে আর ফিরব না। প্রভু গো, দেখা দাও, আমি আর সংসারে ফিরতে পারব না।

হে আমার প্রাণপ্রিয়, তুমি আমার প্রাণে এসে বসো। তুমি প্রাণের ভিতর বসলে কেবল সংসার কেন, বনবাদাড় কুড়ে ঘর সকলই আমার সোনার সংসার। আমি তো তখন রাজরাণী। আর তোমাকে ছেড়ে সোনার সংসারও যে অন্ধকার। তুমি তো আমার প্রাণ দেখছ—তোমার কাছে তো আমার কিছুই লুকানো নেই। নাথ, তুমি আমাকে সংসারে ফিরে যেতে বোলো না। তুমি যদি চল, তবে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাব, কিন্তু সেখানে একলা যেতে পারব না। আর কি সুখেই বা সংসারে ফিরে যাব ? অনেক দিন তো সংসারে ছিলুম—কি পেয়েছি, কি দেখেছি ?

পেয়েছি প্রতারণা, দেখেছি ভাগ। বাপ রে বাপ—ভাগ নিয়ে কি ভয়ানক গোলমাল! এ ওর ভাগ কাড়তে চায়, ও এর ভাগ কাড়তে চায়। ঠকিয়ে যদি পরস্পর পরস্পারের ভাগ কেড়ে গ্রাস করতে পারল, ভালই। ঠকিয়ে না পারলে জোর করে কেড়ে নেবে। সেখানে কেবলি আমি ও আমার। তুমি ও তোমার, কারো মুখে শুনতে পাওয়া যায় না।

প্রাণনাথ, সংসারে আমি কেমন করে ফিরে যাব? সেখানে তোমার নাম তো কারো মুখে শুনতে পাইনে। যখন কেহ অন্য কারো ভাগ কেড়ে গ্রাস করতে চায়, কেহ কারো সর্ব্বনাশ করতে চায়, তখনই তারা দুজনেই তোমার সাহায্য চায়। তারা মনে করে যে এই রকম কাজের জন্যই বুঝি তুমি আছ। ভালবেসে কেহই একটাবারও

তোমাকে ডাকতে চায় না। ভালবেসে ও তোমাকে সংসারের কেহই একটীবারও নিমন্ত্রণ করে না। বরঞ্চ, তুমি যেখানে যাও—নিজে উপযাচক হয়ে যাও—সেখান থেকে লোকে সময়ে সময়ে তোমাকে উঠে যেতে বলে। তুমি কি সংসারকে এতই ভালবাস ? সেখানে তোমাকে অপমান করে, আর তুমি সেইখানেই একবার ছেড়ে একশোবার যেতে চাও। তুমি সংসারে যেতে চাও—যাও, কিন্তু আমার এই শুষ্ক প্রাণে একটী বারও তুমি আসছ না কেন ? তুমি আমাকে কি জোর করে সংসারের পাঁকে ডুবিয়ে রাখতে চাও ? আমি কি করে সেখানে যাই ? যেখানে আমার স্বামীর অপমান, সেখানে আমি কিছুতেই যেতে পারব না। আমার চোখের সামনে তোমাকে অপমান করবে, আমি কি

করে সেই সমস্ত অপমান সহ্য করব? দয়া কর—প্রভু দয়া কর। সংসারের সুখ যে চায় তাকে তুমি দাও। সেই একরত্তি চড়ুইয়ের মাংস নিয়ে আমি মারামারি করতে পারব না। সেই একরত্তি মাংসটুকরোর উপর লক্ষভাগ বসবে, আর সেই সমস্ত ভাগ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কত-না নির্দ্দয় পশুর ব্যবহার—মারামারি কাটাকাটি চলতে থাকবে! নাথ, তুমি আমাকে দেখা দাও, সংসারে আর আমাকে ফিরিয়ে পাঠিয়ো না। সংসারের গোলমাল আর আমার সহ্য হবে না।

ওঁ

৩। ঈর্ষ্যা।

নাথ, আমাকে ছেড়ে তুমি অন্য পাঁচজনের কাছে যেতে ভাল বাস কেন? আমি কি তোমাকে কোনই সুখ দিতে পারি নে? আমার যা কিছু সম্বল ছিল, সকলই তো তোমারই চরণে সমর্পণ করে দিয়েছি। কৈ, আমাকে বলে দাও, দেখিয়ে দাও যে, আমার মত অন্য কেহ তার সর্বস্ব তোমার পায়ে এনে দিয়েছে। হৃদয়ের বাগান থেকে একটা একটা করে কত ভাল ভাল ফুল তোমার জন্য তুলে আনি, আর তুমি আমার কাছে না এসে কোথায় যে বেড়িয়ে এসো তা তো বুঝতে পারি নে। আমি তো তোমায় ছেড়ে আর

কাউকে জানি নে, তুমি অন্য পাঁচ জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াবে কেন? আমি তোমাকে আমার প্রাণের কথা বলতে থাকব, আর তুমি সেই সব কথা তোমার প্রিয়জনের কাছে বলে দাও গে! কেবল তাই নয়; আমি যখন সংসারে ছিলুম, তখন তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলুম। সেখানে দেখতুম যে, যে তোমার শত্রুতা করে, যে তোমাকে মোটেই ভাল বাসে না, তারই কাছে তুমি বারবার যেতে চাও। তারই হৃদয়ের কাছে দাঁড়িয়ে 'দুয়োর খোল, যেতে দাও' বলে সেই পাষাণ হৃদয়ে কতই আঘাত সারারাত সেই পাষাণ দুয়োরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবশেষে দুয়োর খোলা না পেয়ে তুমি কতদিন ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছ। এততেও তো তুমি

সেখানে যেতে ছাড় না। আমি আমার হৃদয় তোমারই জন্য খুলে রেখেছি বলেই কি তোমার বিষনয়নে পড়েছি? তুমি কি জানবে যে, যখন সেই কঠোর পাষাণ হৃদয়ের দুয়োর খোলা না পেয়ে তুমি ম্লানমুখে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াও, তখন আমার বুকের ভিতর কি করে? আমার ইচ্ছা হয় যে তোমাকে পায়ে ধরে ঘরে এনে হৃদয়ের মধ্যে চাবি বন্ধ করে রেখে দিই। কিন্তু তা করতে সাহস করি নে, পাছে তুমি রাগ করে একেবারেই চলে যাও— তাই আমি দূর থেকে তোমার ম্লানমুখ দেখি আর কাঁদি। আমি দেখেছি, এটা তোমার একটা রোগ যে, যে তোমাকে চায় না, তারই কাছে তুমি সমস্তক্ষণ ঘুরে বেড়াবে। এতে আমি আর কি করতে পারি বল? আমার ক্ষমতা থাকলে আমি সেই কঠোরহৃদয়ের

হাতে পায়ে ধরে দুয়োর খুলিয়ে ছাড়তুম। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তো তাহলে তোমার হাসিমুখ দেখতে পেতুম।

স্বামিন, ভাল, তাই যদি চাও, তাই হবে। তুমি তাহলে এই রকম করেই বেড়িয়ে বেড়াতে চাও—ভালই। এতেই যদি তোমার সুখ হয়, আমি তাতে নিশ্চয়ই বাধা দেব না। তুমি যা কর, তা নিশ্চয়ই ভালর জন্য কর। আমি সে বিষয়ে বিচার করতে চাই নে। আমি কি-ই বা জানি যে আমি তোমার কাজের ভালমন্দ বিচার করব? কিন্তু প্রাণের দেবতা তুমি, তোমাকে এইটুকু নিবেদন করছি যে, আমারও তো রক্তমাংসের শরীর—আমাকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছ বলেই তো আমার রাগ আসে। আমি ঈর্ষ্যা রাগ এত করে তাড়াতে চেষ্টা করি, তারা যে আমাকে কিছু-

তেই ছাড়তে চায় না—তারা যে আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

নাথ, আমাকে যদি দেখা দিতে না চাও, আমার সঙ্গে যদি তোমার দুদণ্ড কথা কইতেও ভাল না লাগে, তবে তখন আমাকে ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে কাছে ডেকে এনেছিলে কেন—আমাকে তোমায় স্বামী বলে নিতে দিলে কেন? ছেলেবেলায় শুনেছিলুম যে তুমি কাজ ভালবাস। একাজ সেকাজ করে কত কাজই করলুম—সে তো কেবল তোমারই দেখা পাবার জন্য। কিন্তু কৈ—কাজের রাশির মধ্যে তো তোমাকে ভোগ করতে পেলুম না। কেবল মধ্যে মধ্যে চকিতের মত তোমার অরুণজ্যোতি এক আধটু দেখতে পেতুম। একটু বয়স হলে শুনলুম যে তুমি জ্ঞানবান ভক্তকেই সব চেয়ে ভালবাস।

তোমার এতটুকু ভালবাসা পাবার আশায় আমি এক এক করে কত শত গ্রন্থ পড়ে আমার মনের ভাণ্ডার জ্ঞানেতে পূর্ণ করে ফেল্লুম; কত সাধুসঙ্গ করে হৃদয়কে ভক্তি-সাগরে ডুবিয়ে দিলুম। হায়! তাতেও তো তুমি আমার হৃদয় পূরে দেখা দিলে না। আমি তোমাকে প্রাণভরে চাই কি না, তাই তুমি আমাকে ধরা দাও না। আমি যদি তোমাকে অন্যদের মত তুচ্ছতাচ্ছিল্য—না, না, তা কিছুতেই পারব না। আমার প্রাণনাথকে আমি তুচ্ছতাচ্ছিল্য দেখাব? তাহলে তিনি যখন অন্যলোকের কাছে আঘাত পেয়ে ফিরে আসবেন, তখন কে সে আঘাতের ব্যথা দূর করে দেবে? তখন আমি ছাড়া আর কে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে যাবে? আমার প্রাণ যে তাঁরই চরণে

পড়ে আছে, তখন তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাণ দেখাব কি করে ?

প্রাণের দেবতা, তুমি যাতে সুখী থাক তাই কর। যেখানে গেলে তুমি আরাম পাও সেখানেই যাও। আমার এইটুকু প্রার্থনা যে, আমাকে মাঝে মাঝে এক আধবার দেখা দিও। মনে রেখো যে এই কুঁড়ে ঘরে তোমার আসা প্রতীক্ষা করে একটী প্রাণ পড়ে আছে; কাছে যদি আসতে না চাও—তবে দূরে থেকেই এক আধবার দেখা দিও— আমি দূর থেকেই তোমার হাসিমুখ দেখে কৃতার্থ হব। তুমি সুখে আছ জানলেই আমিও সুখ পাব। তবে একটী কথা বলে রাখি— তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমার এই কথাটী রেখো—যদি কখনও কারো কাছে এতটুকুও আঘাত পাও, অন্তত তখন একবার আমার

কাছে এসে আমাকে সেবা করবার অবসর দিও। তুমি নিশ্চয়ই জেনো যে আমার প্রাণ তোমারই চরণে পড়ে আছে।

ওঁ

৪। আত্মবিরাগ।

ছি—ছি—আমি একি করেছি! আমার প্রেমময় স্বামীর উপর সন্দেহ করেছি যে তিনি আমাকে ভালবাসেন না, আর একজনকে ভাল বাসেন? ছি—ছি—আমি এতদূর স্বার্থপর হয়ে পড়েছি! আমি নিজের স্বার্থে অন্ধ হয়ে এই-টুকু বুঝতে পারলুম না যে আমার স্বামী অন্যের দুঃখকষ্ট দেখলে থাকতে পারেন না, তাই তিনি যেই দেখেন যে, কেহ তাঁকে হৃদয়ে ঢুকতে না দিয়ে কষ্টে পড়তে যাচ্ছে, অমনি সেইখানে দৌড়ে যান, আর যতক্ষণ না সেই হৃদয়ের দুয়োর খোলা পান, ততক্ষণ ছাড়েন না! আমি কি বুদ্ধিহীন! এইটুকু বুঝতে না পেরে প্রাণে-

শ্বরের উপর কত না সন্দেহ, কত না দোষারোপ করেছি ! ধিক আমাকে !

নাথ, দেখ, তোমার উপর সন্দেহ করে আমার হৃদয়কে কি রকম ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছি। আর কখনই তোমার উপর রাগ করব না, সন্দেহ করব না। আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে তোমার উপর সন্দেহ করে যে পাপ করেছি, আত্মহত্যা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করি। প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর। আমি বুঝতে পেরেছি যে তোমার উপর আমার ভালবাসা সত্যিকার ভালবাসা নয়, কেবল মুখের ভালবাসা, তা নইলে একটা তুচ্ছ কারণে তোমার উপর রাগ করতে পারলুম ! উঃ ঈর্ষ্যার কি জ্বালা—এই জ্বালাই ঈর্ষ্যার উপযুক্ত শাস্তি।

নাথ, তুমি এসে দেখা দাও। অন্তত একটীবার দেখা না দিলে আমি জানব যে

তুমিও আমাকে আর ভালবাস না—আমাকে ছেড়ে দিয়েছ। আমাকে ক্ষমা কর। যদি ক্ষমা করে থাক, তবে অন্তত একটীবার হাসি-মুখে দেখা দিয়ে যাও। দেখ, দেখ, সংসারের লোকেরা আমার অবস্থা দেখে কত না উপহাস করছে। [illegible] "কেমন—বড় যে বড় মুখ করে আমাদের ছেড়ে দয়াল ভগবান বলে একেবারে গলে গিয়েছিলে—এখন কোথায় তোমার সেই দয়াল নাথ, প্রাণেশ্বর? প্রাণেশ্বর এসে কাছে ডেকে নিতে পারছে না?" উঃ—আমি ঈর্ষ্যা করেছি বলে তোমার নামে এ রকম উপহাস! ধিক্, ধিক্, আমাকে শত ধিক্—এই উপহাসই আমার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি। প্রভু, তোমার উপর সন্দেহ করবার আগেই আমাকে যমালয়ে পাঠালে না কেন? এর চেয়ে আমার পক্ষে মৃত্যু ছিল ভাল।

প্রাণেশ্বর, তোমার অদর্শন তো আর সহ্য হয় না। যে হৃদয় থেকে তোমার উপর রাগ উঠেছে, সেই হৃদয়খানিই না হয় উপড়ে ছিঁড়ে ফেল—কিন্তু একটীবার দেখা দাও। তোমার অনেক কাজ আছে আমি জানি। কিন্তু তাই বলে কি আমাকে একবার দেখা দিতে পার না? একটীবার দেখা না দিলে সংসারের লোকদের যে বড়ই সাহস বেড়ে উঠছে। তারা কি কেবল ঠাট্টা করেই ক্ষান্ত থাকে? তা নয়। ঐ দেখ, তারা কতরকম ভ্রূভঙ্গী করে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ঐ শোন, তারা আমাকে মেরে ফেলবে বলছে। মেরে ফেল্লে আমার কোনই ক্ষতি নেই। কিন্তু তাদের হাতে মরব কেন? মরতে হয় তোমারই হাতে মরব। তুমি মেরে ফেল, আর যাই কর, তোমার হাতের কঠিন আঘাতও সুখের। আমি বেশ জানি যে

সংসারের লোকেরা যতই কেন ভয় দেখাক, তারা নিজেদের ইচ্ছামত আমার কেশাগ্রও ছুঁতে পারবে না। দয়াময় প্রভু, তবু আমি যে ভয় পাই। তুমি দেখা দিয়ে আমার ভয় দূর কর। আর কখনই তোমার উপর রাগ করব না, সন্দেহ করব না। তোমার উপর সন্দেহ করতে পেরেছি, এই দুঃখে ক্ষোভে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। তুমি এসো, এসে আমাকে ধর। তোমার বুকেতে আমার মাথা-খানি থুয়ে একটুখানি আদর কর। আর আমার বলে এতটুকুও কোন কিছু রাখব না। ভালইতো, আমার স্বামীকে আর পাঁচজনে ভালবাসে—সে তো ভাল কথা। আমার স্বামী কেবল আমার কেন, সকলেরই ভালবাসার যোগ্য বলেইতো সকলে তাঁকে ভালবাসে। আমার স্বামীকে যদি আরো শতজনে তাদের

স্বামী বলে নেয়, সেতো আমারই সুখের কথা, সৌভাগ্যের কথা। তিনি আর যতজনেরই স্বামী হউন না কেন, চিরকাল আমার স্বামী তো থাকবেনই। আমার স্বামীর চরণ প্রতিদিন আনন্দাশ্রুতে ধুয়ে দেবার অধিকার থেকে আমাকে কেহই বঞ্চিত করতে পারবে না।

ওঁ

৫। যোগ।

প্রাণেশ্বর হৃদয়নাথ, আজ সে কতদিনের কথা। মনে পড়ে কি, সেই একদিন জ্যোৎস্না রাতে তুমি আমার হাতদুটী ধরে আমাকে বল্লে যে তুমি আমার স্বামী। আমি তো একটী কথাও বলতে পারি নি, কিন্তু আমার সমস্ত জীবন যৌবন আপনিই তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করেছিল। আমার সমস্ত মন-প্রাণ উছলে উঠে তখনি বলে দিলে যে তুমিই আমার স্বামী। তোমার সেই সেদিনকার জ্যোৎস্নাধবলিত সুনীল বেশ কি জীবনে ভুলতে পারি? হায়, হায়, আমি কেনই বা তোমার উপর সন্দেহ করেছিলুম, আর কেনই বা রাগ

করেছিলুম ? তুমি আর আমি যে একই সূত্রে বাঁধা। যেমন তোমাকে ছেড়ে আমিও এক মুহূর্ত্ত বাঁচতে পারি নে, তেমনি তুমিও তো আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পার না। তখন তোমার উপর আমি সন্দেহই বা করি কি করে, আর রাগই বা করি কেন ? তোমার উপর সন্দেহ করা—সে তো আমার নিজের উপর সন্দেহ করা ; তোমার উপর রাগ করলে সে তো আমার নিজের উপরেই রাগ করব।

নাথ, আমি না বুঝে তোমার উপর সন্দেহ করেছিলুম, রাগ করেছিলুম। এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমারই ভালর জন্য তুমি সংসারের সামনে সকল সময়ে আমাকে দেখা দাও না, আমার উপর তোমার প্রাণের ভাল-বাসা দেখাতে চাও না। তাতে আমার দুঃখ করবার কিছুই নেই। এখন আমি বুঝেছি যে

পাছে তোমার ভালবাসা দেখে সংসারের লোকেরা আমার উপর হিংসা করে আমার অনিষ্ট করত, তাই তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে। আমার বেশ মনে পড়ছে যে তোমার সঙ্গে আমার সেই প্রথম মিলনের পর তুমি যখন ধনজন দিয়ে আমার উপর তোমার ভালবাসা দেখিয়েছিলে, তখন সংসারের লোকেরা হিংসাতে কি রকম ছটফট করেছিল, পাগল হয়ে গিয়েছিল। তারা তখন জানত না যে আমি তোমাকে চেয়েছিলুম, তোমার ধন-জনকে চাই নি। তোমার সেই দান আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেত বলে কতদিন আমি তোমার দেখা পেয়ে প্রাণের ব্যথা জানাবার উদ্দেশ্যে নির্জ্জনে বসে বসে কত চোখের জল ফেলেছি। আমি তোমার সেই দানের জিনিসগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেই

দিন কাটাতে বাধ্য হতুম। তোমাকে ডাকবার, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলবার অবসর পেতুম না; তবু এই ভেবে নাড়াচাড়া করতুম যে যদি সেই সমস্ত জিনিসের মধ্যে তোমার হাতের কোন লেখা দেখতে পাই। আজ বেঁচেছি যে সমস্ত সংসার আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। তোমার সঙ্গে কথা বলবার একটু অবসর পেয়েছি, এই আমার পরম লাভ।

সংসারের আমার উপর এত রাগ কেন জান? যখন তোমাকে আমি স্বামীপদে বরণ করে আমার জীবন যৌবন সমস্তই তোমার চরণে সমর্পণ করেছিলুম, তখন সংসারের লোকেরা কত না বাধা দিয়েছিল। ছলে বলে কৌশলে তাদের ইচ্ছা ছিল যে আমাকে তোমা থেকে আলাদা করে রাখে—তাদের ইচ্ছা ছিল

না যে তোমার সঙ্গে আমার মিলন হয়। তাদের ইচ্ছা ছিল যে আমি বিষয়ের সঙ্গে মিলিত হই, তা হলে সময়ে অসময়ে তারাও আমার সহচর অনুচর হয়ে সেই বিষয়ের প্রসাদ পেতে পারবে। তারা জানে না যে তোমাকে পাবার জন্য আমার প্রাণ কতদিন ধরে সারাক্ষণ দুরুদুরু করে কাঁপত। সংসার আমাকে সংসারী করবার জন্য কত রকম শাসন কতরকম নিষেধবিধির বেড়ী দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করেছিল। আমার কি ক্ষমতা ছিল যে সেই সব বেড়ী কেটে মুক্ত হই। নাথ, তোমাকে ডাকলুম, আর তুমি এসে কেমন আস্তে আস্তে সংসারের অজ্ঞাতে আমার সকল বেড়ী কেটে দিলে। এখন আর আমি সংসারের শাসন ও নিষেধ-বিধি মানতে পারব না। তুমি আমার

স্বামী—তুমি যে পথে আমাকে নিয়ে যাবে সেই পথেই চলব—তোমারই শাসন মেনে চলব।

নাথ, আমার বলে কিছুই তো রাখি নি। আমার সকলই তো তোমারই চরণে দিয়েছি। সংসারের ধনজন মান সকলই তো একে একে সরে গেছে। কেবল তোমার দীনদয়াল নামটাই জীবনের সম্বল করেছি। তাতেও সংসারের লোকেরা আমাকে সংসারে ডুবিয়ে রাখতে চায় কেন? তারা যে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়, এতেই আমার বড় বিরক্তি আসে। তারা তো কেড়ে নিতে পারবে না, তবে তাদের এ বৃথা চেষ্টা কেন? আমি তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করেছি, তাতে তাদের কি হচ্ছে বল দিকিন? তাদের যা কিছু আমার কাছে ছিল, সবই তো তাদের

ফিরিয়ে দিয়েছি। তবু তারা তোমাকে ছাড়তে বলে আমাকে বিরক্ত করতে আসে কেন ? তারা গম্ভীর ভাবে পরামর্শ দেয় যে তোমাকে স্বামী বলে লওয়া ঠিক হয় নি। তাদের মতে তোমাকে বন্ধু বলে নিতে পারি, প্রভু বলে নিতে পারি, অন্য নানাভাবে ডাকতে পারি—তাতে ততটা দোষ হয় না ; যত দোষ তোমাকে স্বামী বলে নিয়ে তোমার পায়ে আমার সর্বস্ব ঢেলে দিলে। হৃদয়নাথ, তুমিই জান যে তুমি আমার কে, আর কেমই বা তোমার পায়ে আমার সর্বস্ব দিয়েছি। তারা কি করে জানবে যে তোমার পায়ে সর্বস্ব দিয়ে আমার কি সুখ হয়।

সত্যি কথা বলতে কি, সংসারের ঠাট কতকটা বজায় রেখেছি বলে সংসারের লোকেরা বিশ্বাস করতেই চায় না যে আমার

সর্বস্ব তোমাকে দিয়েছি, তোমাকে প্রাণের একমাত্র জুড়াবার স্থান হৃদয়দেবতা স্বামী বলে গ্রহণ করেছি। তারা কি কাউকে মনপ্রাণ কখনও ঢেলে দিয়েছে যে বুঝতে পারবে যে আমি যখন একবার তোমাকে স্বামী বলে নিয়েছি, তখন তুমি আমার চিরকালেরই স্বামী? তাদের কথা শুনে কতবার সংসারে ডুবেছিনু তাতে তো শান্তি পাইনি। বাপরে! সেখানে কেবলই শাসন আর কেবলই নিষেধ। আমার স্বাধীন প্রাণ কেমন করে সেই নিষেধ ও শাসনে ঘেরা পচা পুকুরের জলে থাকতে পারে? কৈ, আমার স্বামী তো জোর করে কোন রকম শাসনের বেড়া বেঁধে আমাকে ঘিরে রাখেন নি? স্বামিন্, তোমার কাছে কি মুক্তভাব, কি স্বাধীনতা—তোমার কাছে আমার একটী কথাও গোপন করবার নেই,

একটী কাজও লুকিয়ে রাখবার নেই। তোমার কাছে আমার মনিব-চাকরের সম্পর্ক নেই। তোমার সঙ্গে আমার কি এক হৃদয়-জুড়ানো যোগ বল দিকিন! তুমি আর আমি, আমি আর তুমি! এই কুড়ে ঘরে, এই নির্জনতার প্রান্তরে এক কোণে কেবল তোমারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক হয়ে গেছি। তোমারই বুকে মাথাটী রেখে কেবলই একটী যোগ অনুভব করছি—তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। এখন কোথায় বা এই আশ্চর্য্য বিশ্বজগত, আর কোথায় বা সেই ছোটখাটো কথার ছোটখাটো শাসন নিষেধের একরত্তি সংসার!

ওঁ

৬। আকাশবাণী।

যে করে আমার আশ
আমি করি তার সর্ব্বনাশ।
তবু যে না ছাড়ে আশ
তার হই গো দাসের দাস॥

ওঁ

৭। উল্লাস।

নাথ, আজ একি শুনতে পাচ্ছি ? আজ সত্যি কি তুমি আমার কাছে আসবে ? সত্যি কি আজ আমার ফুলশয্যা সার্থক হবে ? আজ যে আমাব হৃদয়ের আনন্দ রাখতে পারছি নে। নাথ, আমি তোমাকে কত কথা বলব বলে ভেবে রাখছি আর সে সমস্তই ভুলে যাচ্ছি। দেখ দিকিন, সামনের ঐ আমগাছের পাতার আড়ালের ভিতর থেকে একটা কোকিল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। প্রাণের ঈশ্বর তুমি, তোমাকে একবার পেলে কি আর ছেড়ে দেব ? প্রাণের ভিতর বেঁধে রেখে দেব, আর তোমাকে পালাতে দেব না।

আমি আমার হৃদয়টীকে দয়া, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি খুব ভাল ভাল ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখব, তাহলে তুমি কি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে ? এখন যে আমি কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে। হৃদয়সিংহাসনকে সাজাতে যাব, কি তোমাকে কোন্ কথাগুলি বলতে হবে তাই ঠিক করে রাখব, কিছুই তো ঠিক করে উঠতে পারছি নে। স্বামিন্! তুমি আমাকে বলে দাও, তোমার কি ভোগ দেব। একটীবার বলে দাও। না বল্লে শেষে যদি তোমার ভোগের ত্রুটী হয়, তখন যে তুমি রেগে চলে যাবে, আর আমার ফুলশয্যার বদলে ধূলিশয্যা পড়ে থাকবে।

আচ্ছা, তুমি যে আমার কাছে আজ আসবে, একথা কি তুমি আর কাউকে বলেছ ? তুমি নিশ্চয়ই বলেছ, তা নইলে গাছের ফুলপাতা

আনন্দে এত নাচছে কেন, পাখীরা আজ এত গান করছে কেন? তাদের এত আনন্দ তো আর কোন দিন দেখি নি। এখন, তোমারই মুখের একটী কথা শুনতে পেলেই, তুমি একটী বার আমাকে বুকে তুলে নিলেই আমার জীবন সার্থক হয়। আমার আজ এত আনন্দ হচ্ছে যে, আমার সে আনন্দ আর কাকে যে জানাব তা বুঝতে পারছি নে। জানাতে গেলে একমাত্র তোমাকেই জানাতে পারি। আমার এখানে অন্য কেহই নেই। তোমার মিষ্ট নামই এতদিন আমার জীবনের সম্বল হয়ে আছে। এখন সেই তোমাকে হাতের কাছে পাব, তোমাকে উপভোগ করতে পাব? নাথ, তুমি এলে মজা দেখবে এখন—তোমাকে এমন সাজিয়ে দেব, ফুলে ফুলে এমন ছেয়ে ফেলব যে তুমি আপনার রূপ দেখে আপনি ভুলতে পারবে না।

একি—তুমি আছ মনে করে কত কথাই বলছি। যাই—তুমি আসবে, আমার হৃদয়-সিংহাসনকে ভাল করে সাজিয়ে ফেলিগে। আচ্ছা, তুমি তো এখন কাছে নেই—তবু আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমার মনে হয় যে তোমাকে যখনই কোন কথা বলি, তুমি যেখানেই থাক না কেন, তুমি নিশ্চয়ই শুনতে পাও।

প্রভু, তুমি আজ আমার ঘরে আসবে শুনে, দেখে যাও, আমার ঘর দুয়োর সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছি। কি আশ্চর্য্য—তোমার আবির্ভাবের আভাস পেয়েই আমার উঠানের প্রত্যেক ঘাসটী পর্য্যন্ত কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। তোমার আভাস পেয়েই আজ সমস্ত আকাশ অবনত হয়ে আমার ঘরের দুয়োরে এসে দাঁড়িয়েছে। যাই, আর দাঁড়াব না—সিংহাসনটীকে সাজাই গে যাই।

ওঁ

৮। প্রতিধ্বনি।

উঃ কি জ্বালা! আর তো পারি নে। এই প্রাণও তো ছাই বেরোতে চায় না। কাল তাঁর জন্য সমস্ত দিনরাত বসে কাটালুম। তিনি জানিয়ে দিলেন যে আসবেন—তবু এলেন না। ইচ্ছা হচ্ছে এখনি আত্মহত্যা করে সমুদয় জ্বালাযন্ত্রণা ঘুচিয়ে ফেলি। না—এখন আত্মহত্যা করব না। তাঁর সঙ্গে আগে দেখা করে, তিনি কেন এলেন না বোঝাপড়া করে তবে যদি আত্মহত্যা করতে হয় করব। অমনি অমনি মরে লাভ কি? তাঁর চরণের তলায় পড়ে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে আপনাকে বলি দেব। তাঁকে দেখাব যে

আমার হৃদয়ে কি আগুন জ্বলছে, আর দেখাব যে তিনি আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সেই হৃদয়কে কি রকম শ্মশান করে দিয়েছেন। জ্বলুক—শ্মশানের আগুন জ্বলুক—সেই শ্মশানের মাঝখান থেকে আমার প্রেমভক্তি পদ্মফুল হয়ে ফুটে উঠবে। শুনেছি যে অনেক সাধুলোকের দাহস্থান থেকে পদ্মফুল ফুটে উঠে ভক্তদের মনে শান্তি দিয়েছিল। আমার এই ভালবাসা যদি সত্য হয়, তবে আমারও দগ্ধ হৃদয়ের ভস্মাবশেষ থেকে শান্তির পদ্মফুল ফুটে সেই ভক্তবৎসল প্রাণনাথের চরণে লুটিয়ে পড়বে, আর আমি তাতেই শান্তি পাব।

কিন্তু তিনি এলেন না কেন? আমি কি করেছি যে তিনি আমাকে এরকম আশার আলো থেকে একেবারে নিরাশার গভীর

অন্ধকারে ফেলে দিলেন ? নিশ্চয়ই আমি কোন দোষ—ওকি—কিসের যেন প্রতিধ্বনি এসে কানেতে পৌঁচচ্ছে—এ যে তাঁরই গম্ভীর বাণীর প্রতিধ্বনি বলে বোধ হচ্ছে। কান দিয়ে শুনি তো—ঐ শোন, প্রতিধ্বনি বলছে— "যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্ব্বনাশ। তুমি মুখে বলছ যে আমাকে সর্বস্ব দিয়েছ, কিন্তু এখনও অন্তর পরীক্ষা করে দেখ, সর্বস্ব দিতে পার নি। আমি কাল দেখা দিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু তোমার অন্তরের কোণে সংসারের প্রতি টান দেখে ফিরে এসেছি। যে দিন আপনাকে হত্যা না করে আপনার সর্বস্ব আমার কাছে বলি দেবে, যেদিন তোমার সর্ব্ব নাশ হবে, সেই দিন থেকে তুমি আর আমি এক হয়ে যাব।"

ওঁ

৯। বিষাদ।

নাথ, আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দিই নি, তাই তুমি কাল আস নি? আমি কি করব বল? আমি তো জানতুম যে আমার সর্ব্বস্বই তোমাকে দিয়েছি। এখন তোমারই কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি যে আমার সর্ব্বস্ব তুমি নিয়ে নাও। আমাকে সরল পথ দেখিয়ে দাও যে আমি কিসে তোমার কাছে শীঘ্র যেতে পারি, কিসে আমি সর্ব্বস্ব তোমার চরণে দিতে পারি। আমি তো সংসারের টান কিছুই রাখতে চাইনে। যদি হৃদয়ের এক কোণে এতটুকু সংসারের টান থাকে, তুমি সেই কোণটুকু না হয় ভেঙ্গে চুরমার করে দাও। কিন্তু

আমাকে ছেড়ে যেও না। তুমি ছেড়ে গেলে আমি আর কোথায় যাব? আমার কি আর স্থান আছে? আমার পিতৃকুল মাতৃকুল সকলেই চেয়েছিল যে সংসারকেই সমস্ত ভালবাসাটা দিই, আর তারি সঙ্গে তোমাকে বন্ধুভাবে একআধটু ভালবাসা দিই, যাতে আমি সংসারে একজন বড়লোক হতে পারি এবং সেই বড়লোক হবার পক্ষে যাতে তুমি সহায়তা কর। আমি কি তা পারি? আমি তোমাকে সমস্ত ভালবাসাটা দেব বলেই পিতৃকুল মাতৃকুল সংসারের সকল কুলেরই বিদ্রোহী হয়ে তোমার চরণে এসে দাঁড়িয়েছি। এখন তুমি যদি আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাও, তবে আমার স্থান কোথায়? আমার সর্ব্বাঙ্গে তোমার নামের ছাপ দেখলেই তো সংসার আমাকে বিদ্রোহী বলে জানতে পেরে স্থান

দেবে না। সংসারের তিলার্দ্ধ স্থানও আমি চাইনে, যদি তোমার কোলে একটা মুহুর্ত্তের জন্য মাথা রেখে প্রাণের জ্বালা জুড়োতে পারি।

প্রাণেশ্বর, একবার দেখে যাও, সংসারে যখন ছিলুম, তখন সংসারের কি কঠোর বাঁধনই সহ্য করেছিলুম। সেই সমস্ত বাঁধনের চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত রয়েছে। সেই সমস্ত বাঁধনের ঘা যে আজ পর্য্যন্ত শুকোয় নি। তুমি যখন এসে হাত বুলিয়ে দেবে তখনই সেই সমস্ত বাঁধনের ব্যথা চলে যাবে। কবে তুমি আসবে? আমার চোখের জলে এখনও কি তোমার হৃদয় ভিজল না? চোখের জলে অন্ধ হয়ে যাই তাতেও দুঃখ নেই। এই নাও, পাথর নাও, আমার হৃদয়ের যেটুকু কোণে সংসারের টান রয়েছে সেটুকু ভেঙ্গে দাও। এই নাও, ছুরি নাও, সেইটুকু তুমি

কেটে ফেল। সমস্ত হৃদয় রক্তে রক্তারক্তি হয়ে যাক—ক্ষতি নেই। কেবল তুমি এস—তুমি এস।

নাথ, জীবনবল্লভ, তুমি কাল এলে না। আমি তো আর এই কুঁড়ে ঘরে একলা থাকতে পারছি নে। সকলই যে অন্ধকার দেখছি। এত দিন তুমি আসবে বলে আশার আলোতে জীবন ধরেছিলুম, আজ আমার আর সে আশা ভরসা কোথায়? নিরাশার মেঘ হৃদয়কে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। পদে পদে সন্দেহ ভয়। পথে চলি, প্রত্যেক তৃণগাছি যেন কাঁটার মত পায়ে বিঁধছে। কোথায় যাব? সেই প্রথম মিলনের রাত্রের পর থেকে তো একটী দিনের জন্য সুখ পেলুম না। এত করে এই কুঁড়ে ঘরটী পরিষ্কার করে রেখেছিলুম। এখন আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে—আমি কি

আর তেমন যত্ন করে আমার হৃদয়কানন পরিচ্ছন্ন রাখতে পারব ? প্রভু, তুমি দেখা দাও ; নইলে এই সুন্দর হৃদয়খানি যদি বনজঙ্গলে পুরে যায়, তবে তুমি এসে থাকবে কোথায় ? আমার নিজের জন্য আমি তত ভাবছি নে। কিন্তু তুমি এলে যে বসবার স্থান পাবে না, প্রতি পদে তোমার পায়ে যে কাঁটায় ব্যথা দেবে, এতেই যে আমার প্রাণকে আরো দুর্বল করে তুলছে। আমি এই অন্ধকারে কোথাও যেতেও পারছি নে, আর এখানেও থাকতে মন টিঁকছে না। প্রভু, তুমি বলে দাও, আমি কি করলে সংসারকে হৃদয় থেকে উপ্‌ড়ে ফেলতে পারি। প্রভু বলে দাও, কি করলে হৃদয়ের এই মেঘ দূর হয়ে যায় ; কি উপায় অবলম্বন করলে তোমার মধুর মুখের জ্যোতি হৃদয়ের অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

আমার ঘর আজ শূন্য ঘর—ঘরে আজ কেহই নেই। তুমি আমার সব—তুমি যখন এলে না, তখন তো আমার জীবনই বৃথা। ভেবে ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি নে। সকল ছেড়ে এসে যদি তোমাকে না পাব, তবে আর একলা কি নিয়ে ঐ শূন্য ঘরে থাকব ? বুক যে ফেটে যায়। এই আশ্রিতকে তুমি আশ্রয় না দিলে তোমার ভক্তবৎসল দীনদয়াল নামে কলঙ্ক আসবে, সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ ? সংসারের চোখে আমি কলঙ্ক নিয়ে বেরিয়েছি, তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু তোমার নামের উপর এতটুকু দাগ আমায় শত মৃত্যুর যন্ত্রণার চেয়েও যে যন্ত্রণা দেয়। আর তো পা চলে না—কি করি, এই কুঁড়ে ঘরের দুয়োরেই বসে সারা-জীবনই কাটিয়ে দেব। একদিন না একদিন তিনি আসবেনই। তিনি যে আমাকে বলে

দিয়েছেন, আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমার কাছে আসবেন। তাঁর কথা তো কখনই মিথ্যা হবে না। প্রাণেশ্বর—এসো, তুমি এসো। সেই যদি আসবে, বেশী দেরী কোরো না। প্রাণ যে গেল।

ওঁ

১০। প্রার্থনা।

নাথ, আমার হৃদয়ের কোণে একটুখানি সংসার ছিল বলে কাল তুমি এলে না। বেশ, এবার আমি ঠিক করেছি যে আমি তোমার কাছে কোন রকমের প্রতিদান চাব না। আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের পূজা দিয়ে যাব, আমি আমার হৃদয়ের প্রার্থনা তোমাকে জানিয়ে যাব। কিন্তু তুমি আমার কাছে এসো বা না-ই এসো, তুমি আমার প্রার্থনার সাড়া দাও, আর না-ই দাও, আমি তাতে কিছুই মনে করব না। মনে করা কি, আমি সে বিষয়ে ভাববই না। আমি জেনেছি যে তুমি আমার দেবতা—সে-ই আমার যথেষ্ট। আমার মনকে

দৃঢ় করে নিয়েছি—আমি এই কুঁড়ে ঘরেই থাকব, আর তোমার নাম জপ করব। তোমার নামের গুণে যখন আমার সংসারের ভাব সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তখন তো তুমি কাছে আসবে—তা হলেই ঢের।

হে হৃদয়েশ্বর, তুমিই আমাব জীবন, তোমার নাম হৃদয়ে ধরেছি বলেই বেঁচে আছি। তোমাকে নমস্কার। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। অনন্যগতি আমার তুমিই একমাত্র গতি। তুমিই আমার প্রাণ, তুমিই আমার মুক্তি। এই অসীম আকাশে আমি তোমাকেই দেখি। আকাশের নীলিমায় তোমারই অপরূপ রূপ দেখি। ফুলের সুগন্ধে তোমারই গায়ের সুগন্ধ অনুভব করি। পৃথিবীর মাটীতেও তোমারই আশ্চর্য্য দয়ার আভাস পাই। তুমি আমার হৃদয়ে চিরবিরাজিত থাক।

একটী মুহুর্ত্তেরও জন্য যেন তোমার নাম মন থেকে বেরিয়ে না যায়। আমার কাছে তোমার চেয়ে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নয়। তুমিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। আমি পিতামাতা ভাই-বোন বন্ধু আত্মীয় প্রভৃতি সংসারের সকলকেই ছেড়ে এসেছি। তুমিই তো এ পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করে এসেছ। আমার দুঃখে বিপদে সংসার তো একবার ফিরেও দেখে না। তুমি আপনার জ্যোতিতে আমার মনপ্রাণ ভরে দাও। তুমি আমাকে দেখা দাও বা না দাও, আমি জানি তুমি আমাব কাছে নিত্যই আছ। আমার শরীর মন আত্মা সমস্তই তোমারই। তুমি আমায় রাখলে রাখতে পার, মারলে মারতে পার। তুমি যাই কর, তাতেই আমি সুখী। তুমি আমাকে যখন একবার তোমার কোলেতে তোমার আশ্রিত বলে ডেকে নিয়েছ,

তখন এটা নিশ্চয় যে তোমার সঙ্গে আমার সেই মিলনের বাঁধন কখনই ভাঙ্গবে না। তুমি যে সত্যবাদী, তোমার কথা কখনও কি ব্যর্থ হতে পারে? তুমি যখন আমার স্বামী, তখন ভয় পেলে তোমাকেই ডেকে বলি যে ভয় থেকে আমাকে রক্ষা কর। আমার আর কিসের ভয়? কেবল ভয় হয়, আবার পাছে সংসারে ফিরে যেতে হয়—মনে করলেও যে ভয়েতে গায়ে কাঁটা দিয়ে আসে। হে জীবনবল্লভ, তোমাকে কেমন করে ডাকতে হয়, কেমন করে ডাকলে তুমি দেখা দাও, তাতো আমি জানি নে। তবে, আমার এইটুকু প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর—তুমি যেমন শতকোটী জন্ম পূর্ব্বেও আমার স্বামী ছিলে, এ জন্মেও যেমন আমার স্বামী হয়েছ, শতকোটী জন্ম পরেও যেন আমার স্বামী হয়ো। জন্মজন্মান্তরেও চিরকাল যেন

তোমাকেই স্বামী পাই। আমার এই প্রার্থনাটা পূর্ণ কোরো। আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাহি নে।

ওঁ

১১। করুণা।

নাথ, তুমি কাঁদছ কেন? আমার কাছে তুমি চোখের জল লুকোলে কি হবে? যেমন আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমার চোখ সর্ব্বদাই আমার উপরে থাকে, তেমনি তুমিও যেখানে থাক বা যাই কর, আমার মনপ্রাণ তোমার উপরেই পড়ে থাকে। আমার মনে হয় যেন আমি তোমার সমুদয় মনের ভাব জানতে পারি। আমি বেশ জানতে পারছি যে তুমি আমার কষ্ট দেখে কাঁদছ। এতে তোমার দোষ কি—সংসারের বাঁধন আমি একেবারে ছিঁড়ে ফেলতে পারিনি, তাই তুমি আমার কাছে আসতে পারছ না। এতো

সমস্তই আমার দোষ—এতে তুমি কি করবে বল ? না—তুমি কেঁদ না। তুমি কাঁদলে, তোমার একফোঁটা চোখের জল দেখলে আমি যে নিতান্তই পাগল হয়ে পড়ি। তুমি কেঁদে কেঁদে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াবে, তাহলে আমি কি করে এই কুঁড়ে ঘরে অসহায় অবস্থায় একলা থাকি ? তোমার জোরেই আমার জোর। তুমি ওরকম দুর্বল হলে আমি দাঁড়াব কোথায়—আমার হৃদয়ে বল পাব কোথা থেকে ? না প্রাণেশ্বর—তুমি কেঁদ না। সংসারের বাঁধনে মরতে হয় মরব, কিন্তু তুমি কেঁদ না। আমি মরলে তুমি দুফোঁটা চোখের জল ফেলো, সেই দু ফোঁটা জলই আমার জন্মজন্মান্তরে নিত্যকালের সম্বল হবে।

প্রাণেশ্বর, তোমার এ হোল কি ? তোমার চোখের জল যে থামছে না ? বল তুমি—বলে

দাও—কি করলে তোমার চোখের জল থামবে। আমার প্রাণ যে ভেঙ্গে যায়। তোমার এ দুঃখের কাছে আমার নিজের দুঃখ তো কিছুই নয়। আমার জন্য তোমার এই প্রাণভরা দুঃখ—তোমার চোখে জলধারা। আমি যে তোমার মনে দুঃখ জাগাতে পেরেছি, আমার জন্য যে তুমি কাঁদতে পার, একদিকে এই ভেবে আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে, কেঁদে প্রাণটাকে হালকা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। তুমি যখন আমার দুঃখে কাঁদছ—তখন নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে মিলনের জন্য তোমার মনে একটা ইচ্ছা হয়েছে—সুতরাং আমাদের চিরমিলনের বেশী দেরী নেই—এই মনে করে আমার তো বড়ই আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু আবার যেই তোমার চোখে জলবিন্দু দেখতে পাই, তখনই তোমার মনে এতটুকু কষ্ট দিচ্ছি

বলে আমার দুঃখ-জ্বালা সমস্ত নিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়।

প্রভু, আমাকে তোমার কাছে তুলে নেওয়া তো তোমারই হাতে। সংসারের যেটুকু বাঁধ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে তো এক মুহূর্ত্তেই তাহা ভেঙ্গে দিতে পার। শুনেছি যে কতশত মরুভূমির মাঝে কতশত প্রান্তরের ধারে তুমি সুমিষ্ট জলের উৎস খুলে দিয়ে কত লক্ষ লক্ষ জীবের জীবন রক্ষা করেছ, আর আমার এই সামান্য বাঁধটুকু ভেঙ্গে দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করতে আজ পর্য্যন্ত তুমি কেন অগ্রসর হচ্ছ না? আজ আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে তোমার চোখের জলের সঙ্গে আমার চোখের জল মিলিয়ে দিয়ে প্রেমের এক মহাপ্লাবন এনে ফেলি!

নাথ, তুমি এসো—কাছে এসো। কত

সময় বৃথা গেছে, মিলনের পথে আর কত বিলম্ব ? আর তো পারি নে।

একি—একি—আমার প্রাণটা আজ এত হালকা বোধ হচ্ছে কেন ? কোন রকম বাঁধন আছে বলে তো আর বোধই হচ্ছে না। নাথ, নিশ্চয়ই তুমি চুপি চুপি এসে আমার বাঁধনটুকু কেটে দিয়েছ। কি আনন্দ—সংসারের বাঁধন আজ আমার কেটে গেছে—আমি মুক্ত— আমি আজ—এখনই স্বামীর কাছে চলে যাব—আমাকে কে আর ধরে রাখবে ?

ওঁ

১২। ব্যাকুলতা।

একি—কোথায় এসে পড়েছি। কোথায় বা আমার সেই কুঁড়ে ঘর, আর কোথায় বা এই বন। আজ আমার জীবনধনকে যেখান থেকেই পারি খুঁজে নিয়ে আসব। আমার আর কিসের ভয়? আমার যখন সকলই গিয়েছে, তখন আর চোর ডাকাতে আমার কাছ থেকে নেবে কি? আর আমার এই শরীর—এই শুষ্ক শরীর খেয়ে যদি বাঘ ভালুকে তৃপ্ত হয়, ভালই। কিন্তু আমি সেই প্রাণনাথকে আজ ঘরে নিয়ে গিয়ে তবে বিশ্রাম করব। তিনি তো এই বনের দিকেই এলেন। এই বনের প্রতি পরমাণু আজ খুঁজে দেখব—দেখে

দেখব যে তাঁকে পাই কিনা। উঃ, কি তৃষ্ণা-- না, না, আমি তাঁকে না পাওয়া পর্য্যন্ত জল স্পর্শ করব না। হয়তো তিনিও এই রকম বনে বনে ঘুরে তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। তিনি তৃষ্ণায় অস্থির হবেন, আর আমি তৃষ্ণা নিবারণ করে সুখে বেড়াতে থাকব তা কখনই হবে না। তিনি আমার জন্য কেঁদে কেঁদে কোথা চলে গেলেন! কেন তাঁকে ধরে রাখলুম না? আমি আপনার ভাবনায় বিভোর ছিলুম। তাঁকে তো হৃদয়ের আসনে যত্ন করে ডেকে একবারও বসালুম না। আমার অযত্নে তিনি ঘরে এলেন না—আমি কি আর সেই ঘরে থাকতে পারি? আমি এই বনে বনে সারা জীবন ঘুরে বেড়াব—তাঁকে না পেলে আর ঘরে ফিরব না। এই বনে তো আর কেহই নেই— একবার তাঁকে প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে ডাকি।

তিনি যদি এই বনে থাকেন, তা হলে নিশ্চয়ই আমার ডাক শুনতে পাবেন।

হে প্রাণেশ্বর, হে জীবনের একমাত্র দেবতা তুমি—তুমি কোথায় আছ? একবার দেখা দিয়ে যাও। দেখ এসে, তোমার ভক্তের কি অবস্থা হয়েছে। সর্ব্বাঙ্গ এই বনের কাঁটার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এখনও তুমি এসে দেখা দিচ্ছ না কেন? আমি তো বেশ জানি যে তুমি আমার দুঃখ দেখে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকতে পার না। তবে আজ এ রকম নিষ্ঠুর হচ্ছ কেন? তোমাকে কেমন করে ডাকলে তুমি আসবে তাতো জানি নে। আমার সরল প্রাণে যে ভাবে তোমাকে ডাকতে ইচ্ছা হয়েছে সেই ভাবেই তোমাকে ডাকছি।

প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ, তুমি এসো, তুমি চলে এসো। এই বনের ভিতর আর থেকো না।

তুমি আমার জন্য না আসতে চাও, এসো না—কিন্তু আমি মিনতি করে বলছি, অন্তত তোমার নিজের জন্য এসো। ঐ শোন বনের ডাকাত-গুলো কি গোলমালই করছে। উঃ, ভাবতে যে পারছিনে—তুমি যদি তাদের হাতে পড়, তাহলে তারা তোমার কি দুর্দ্দশাই না করবে। তোমাকে যন্ত্রণা দেবে, আর তোমার যন্ত্রণা দেখে কষ্ট দেখে তারা তামাসা করবে। বনে বনে আর তুমি ঘুরো না। এসো, আমার সঙ্গে ঘরে চল। আমার কষ্ট দেখে বনের পশুপক্ষী-দেরও কষ্ট হচ্ছে, তোমার মন কি গলবে না? এসো, নাথ, তোমার দুটা পায়ে পড়ি, তুমি এই ডাকাতদের যায়গা থেকে চলে এসো—এসো, ঘরে ফিরে এসো—এসো, আমরা দুটাতে মনের সুখে একসঙ্গে থাকি।

একি—আমার গায়ে যে আনন্দে কাঁটা দিচ্ছে—আমার মনে হচ্ছে যেন তিনি এই খানেই কোথাও আছেন। ঐ যে, ঐ গাছের পাতার আড়ালে তাঁরই তো মুখ যেন দেখতে পেলুম বলে বোধ হচ্ছে। ঐ যে ওপাশে যুঁই ফুলের ঝোঁপ দেখা যাচ্ছে—ঐ যে ফুল গুলি শিহরে উঠল—মনে হচ্ছে যেন ঐ ঝোঁপের আড়ালে তাঁরই মুখের জ্যোতি দেখা যাচ্ছে। তিনি নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছেন। তাঁরই তো গায়ের গন্ধে চারিদিক আমোদিত করে তুলেছে। প্রভু, আমার সঙ্গে এ রকম লুকোচুরি খেলছ কেন? এই নাও—আমার পূর্ণ যৌবন আর জীবন তোমাকে দিচ্ছি; তুমি যদি আমার সে জীবন যৌবন উপভোগ না করলে, তবে আমার সকলই ব্যর্থ। খেলা করবার সময় গিয়েছে। এখন আর খেলা

করে প্রাণ শীতল হতে পারে না। তোমাকে আমার মনপ্রাণ, আমার যৌবন, আমার ভোগ উপভোগ, আমার সকলই দিতে চাই। সে আশা তুমি যবে মেটাবে তবে মিটিও। কিন্তু আমি তোমায় আমাকে দিতে চাই—তোমাকে আমার বুকেতে রেখে তোমাকে আরাম দিতে চাই—এই অধিকারটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না। তুমি কাছে আছ, অথচ আমার কাছে বেরোচ্ছ না কেন? আমার গা যে ঝিম্-ঝিম্ করছে। আমার মনে হচ্ছে যেন তোমার জন্য ভেবে আমি পাগল হয়ে যাব।

ওঁ

১৩। উন্মাদ।

ঐ যে—আমার স্বামী এসেছেন। ঐ যে—দেখতে পাচ্ছনা? আমার গোলাপ ফুলটা—ভাই বলে দে না—আমার তিনি কখন্ এসে লুকিয়ে লুকিয়ে তোর সঙ্গে কথা কয়ে চলে গেছেন—আর তোর লজ্জা এখনও ভাঙ্গেনি? বাপরে—এত ভালবাসা! আমার আর স্থানই বা কোথায়? কেনই বা কাঁদি, আর কার জন্যই বা কাঁদি? ওরে আমার যুঁইফুল—তোর কাছে বুঝি এখনও আসেন নি? নিশ্চয় আসেন নি—নইলে তুই এতক্ষণে লজ্জায় লাল হয়ে যেতিস। হুঁ—তিনি বলেছেন না, যে আমার হৃদয়ের কোণে এখনও একটুখানি

সংসারের টান আছে বলে তিনি আসতে পারেন নি ? হাঃ হাঃ হাঃ—এবারে বড় মজা করব। একখানা পাথর দিয়ে সেই টানটুকু গুঁড়িয়ে ফেলব, আর তিনি যখন আসবেন, তখন—বড় মজা হবে—তিনি এসে ঘর শূন্য দেখবেন—কেমন মজা—কেমন মজা।

উঃ, গেলুম যে—হৃদয়ের ব্যথা তো আর বইতে পারি নে। হি হি হি হি হি হি—

উঃ, বনের ভিতর এত ঘুরে বেড়াচ্ছি, উঃ প্রাণের ভিতর ব্যথা তো ভুলতে পারছি নে। প্রাণ যে হু হু করে জ্বলে যাচ্ছে। ঐ যে ডাকাতেরা আসছে—আমি এই পদ্মবনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। হা হা হা—কৈ, ডাকাত তো কেহই নেই—আর ডাকাতদের কাছে আমার কিসেরই বা ভয় ? হা হা হা— ঐ সকলে শোন—আমার নিষ্ঠুর—ছি ছি

আমার জিহ্বা দিয়ে স্বামীনিন্দা বেরোল ?—নাথ, কেন আমাকে স্বামীনিন্দার পাপে ডোবাচ্ছ ?—হা হা হা—যে করে আমার আশ আমি করি তার সর্বনাশ—এখনও সর্বনাশ করা তোমার শেষ হোল না ? তবে আবার ডাকছ কেন ? হি হি হি হি।

এবারে তোমাকে ধরে রাখব—আর ছাড়ব না। কেমন—এখন হয়েছে তো ? এইবারে আমার কাছ থেকে কে তোমাকে ছাড়িয়ে নিতে পারে দেখতে চাই। ভাই, ওদিকে ডাকাত-গুলো কি রকম মুখ করে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না ? এইদিকে এসো—তুমি আর আমি আস্তে খুব আস্তে এইদিক দিয়ে চলে যাই। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ? ডাকাতেরা তোমার কিছু করতে পারবে না। দেখছ না—আমি তোমার সহায় আছি—হি হি হি হি।

একি—তুমি কোথায় পালালে ? একি, আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম ? না, আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলুম ? না—আর—পারিনে—এই নাও—আমার নিজের হৃদয়খানা উপড়ে ফেল্লুম—সকল ঝঞ্ঝাট মিটে যাক। এইবার তোমায় ধরা দিতেই হবে।

ওঁ

১৪। আবির্ভাব।

এই যে একি দেখছি—এই যে আমার প্রাণনাথ—আমার সামনে দাঁড়িয়ে—আমার চোখের ভুল হচ্ছে না তো ? না—না—এই যে আমার হৃদয়েশ্বর—এসো এসো—প্রাণেশ্বর তুমি এই সুদীর্ঘকাল পরে আমার কাছে এসেচ ? এতদিন যে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে ছিলে—কে তোমার সেবা করত ? তোমার কোন রকম কষ্ট হয়নি তো ? ডাকাতগুলো তো তোমাকে ধরতে পারে নি ? এসো—প্রাণের দেবতা—তোমাকে একবার প্রাণের ভিতর রেখে প্রাণটাকে ঠাণ্ডা করি। দেখ, তোমার জন্য ভেবে ভেবে আমার কি

দশা হয়েছে। তুমি এতদিন কেন আমার ডাকের সাড়া দাও নি ? আমি আর অভিমান করছিনে--তোমাকে পেয়েছি এই আমার চরম সুখ। এই বনের গাছপালা পশুপাখী যে যেখানে আছে, সকলে দেখে যাক যে আমার স্বামী কি সুন্দর। ভাই চন্দ্র সূর্য্য, ভাই পদ্মফুল, ভাই যুঁই গোলাপ, সংসারের লোকেরা যাই বলুক, তোমরা বল দিকিন, আমি এমন স্বামীর চরণে আপনাকে বিক্রী করে কিছু অন্যায় করেছি কি ?

প্রাণনাথ --আর লুকিয়ো না—দোহাই তোমার, আর আমার চোখের আড়াল হয়ো না। তোমাকে দেখতে না পেলে আমার সকলই অন্ধকার। আর তোমাকে ছেড়ে দেব না—আর কারো কাছে তোমাকে যেতে দেব না—আমার প্রাণের ভিতর খুব যত্ন করে

রেখে দেব—তোমার কোন কষ্ট হবে না। সকলকে ছেড়ে তোমাকে ধরেছি—আর কি তুমি ছাড়তে পার ?

আমার হৃদয়ের একমাত্র গুপ্তধন—দেখ, তোমার এখানে আসাতেই সমস্ত অন্ধকার কেটে গেছে, সমস্ত জগতে বসন্ত জেগে গেছে। পাখীরা কি আনন্দেই গান করছে—এমন সুন্দর লাগছে। গাছগুলো ফুলের ভারে যেন লুটিয়ে পড়ছে। চারিদিকে কি আশ্চর্য্য সুগন্ধই বেরিয়েছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি সূর্য্যের রৌদ্রের সঙ্গে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নার সঙ্গে একেবারে মিশে যাই। ইচ্ছা হয় যে, আমি পাতার ভিতরে ঢুকে মলয়বাতাসের সঙ্গে বাতাস করে তোমার পরিশ্রম দূর করি। ইচ্ছা হচ্ছে যে, আমি সুগন্ধ ফুল হয়ে তোমার চরণে লুটিয়ে পড়ি—আর তুমি আমাকে হাতে তুলে নিয়ে

আদর কর। হৃদয়বল্লভ, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়ে থাক। একটা অনুরোধ রাখ আমাকে আর ছেড়ে কোথাও যেও না। তুমি আরো পাঁচজনের উপকার করবে, ভালইতো। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও, আমিও তোমার সহায়তা করব। এটা জেনে রেখো যে, আমার আর অন্য গতি নেই—তুমিই এই অগতির একমাত্র গতি—তুমিই এই অনাথের একমাত্র স্বামী। এসো আমার ঘরে এসো আমার কুঁড়ে ঘরটা আবার প্রসন্ন হোক—জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠুক। তুমি দেখবে যে আমার সেই ছোট ঘরে তোমার জন্য যে ফুলশয্যা রচনা করে রেখেছিলুম, আজও তাহা ঠিক সেই ভাবেই রয়েছে একটুও কিছু নষ্ট হয় নি একটুও এদিক ওদিক হয় নি। এতদিন পরে আমার সেই ফুলশয্যা রচনা করা সার্থক হোল।

ওঁ

১৫। শেষকথা।

(ভগবদ্ভক্তি)

তুমি যে আমার করেছিলে আশ
তাই হোল তব মহা সর্ব্বনাশ।
তবু যে আমার ছাড়িলে না আশ
তাই হ'নু তব অনুগত দাস ॥

ইতি—ভগবচ্চরণের দাসানুদাস
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
প্রাণের কথা—

ওঁ